নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেরর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা

‘মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা’

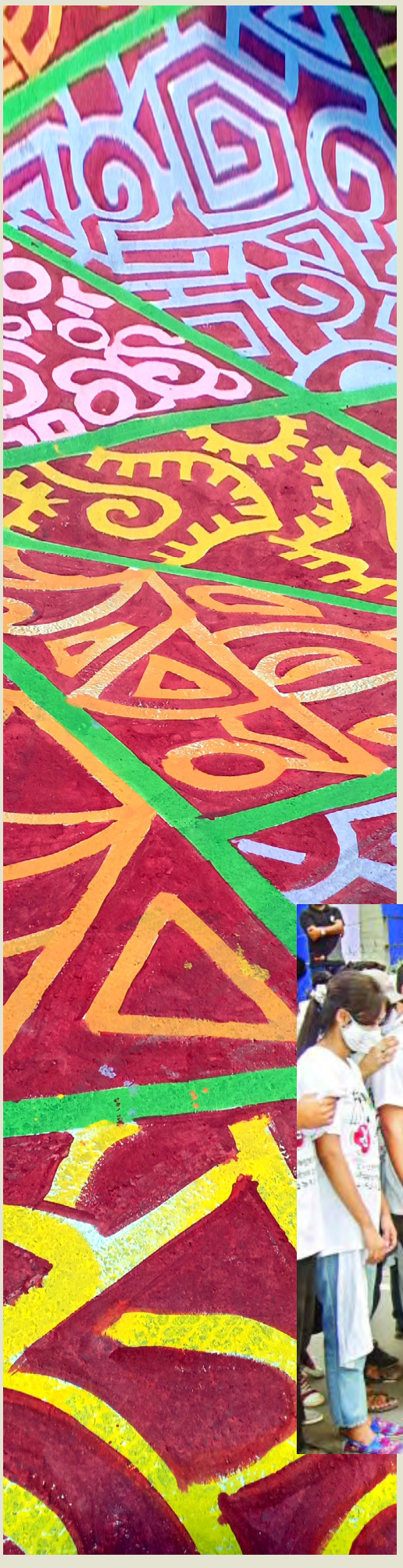

২২ মার্চ উদযাপিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী

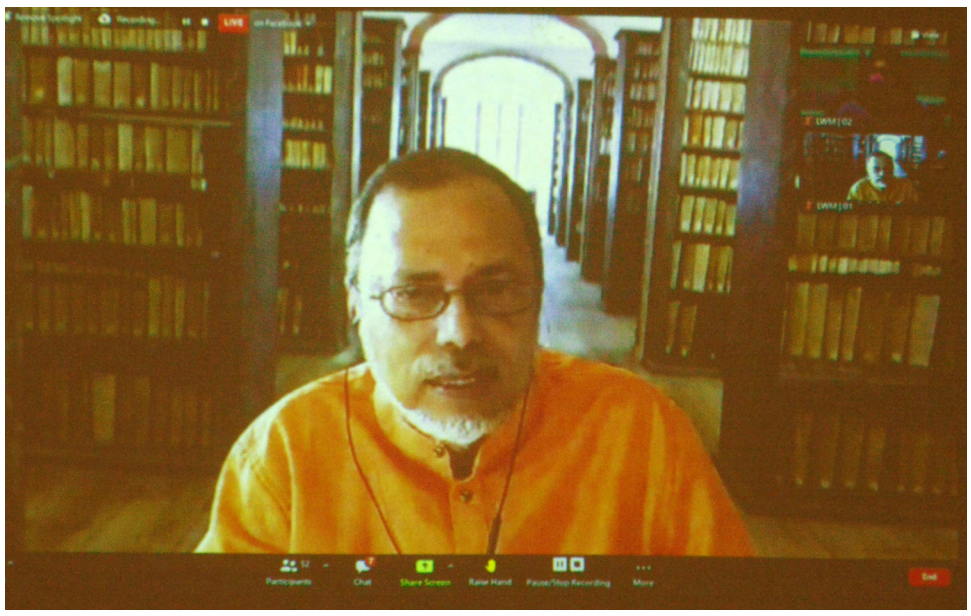

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে সর্বজনের সহায়তায় এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ২২ মার্চ ২০২১ রজতজয়ন্তী উদযাপন করলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বর্তমানে অতিমারির বাস্তবতাকে মেনে স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করে ছোট পরিসরে এই উদযাপনের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতাটি এবার আয়োজিত হয় জুম লিংকে। বক্তা ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীকে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। স্মারক বক্তৃতায় দীপেশ চক্রবর্তী ভারত ও বাংলাদেশে বাংলাভাষার বিকাশ এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি তুলে ধরেন। তিনি ১৯৬৬ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যেভাবে পুরো বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে সেটি কিভাবে অস্বীকার করা যায়। স্বাধিনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য এবং ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। দীপেশ চক্রবর্তী বলেন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা এখন অনেকটা পিছিয়ে। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ভাষার কাছে আছে রাষ্ট্রক্ষমতা। তাই বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ নয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী স্বাতী সরকার। শুক্লা সরকারের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করে ধ্রুপদ কলাকেন্দ্রের শিল্পীরা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইউডার শিক্ষার্থীদের আলপনা অংকন

২১ মার্চ ২০২১

২০১৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব ডেভলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা)-এর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে জাদুঘরের তিন পাশের রাস্তায় আলপনা আঁকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০২১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো এই আয়োজনটি করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এবারের আয়োজনে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছেন বীরাঙ্গনা নারীরা। এই অবিচ্ছেদ্য অংশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অদৃশ্য ও অনুপস্থিত থাকে। এমনকি তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের পথপরিক্রমাও দীর্ঘ হয়, যুদ্ধাপরাধ বিচার আদালতে সাক্ষ্যদানকারী বীরাঙ্গনা মোমেনা বেগমও সেই প্রক্রিয়ায় লম্বা সময় পার করে সম্প্রতি স্বীকৃতি পেলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর এই পথ চলায় সহযাত্রী হিসেবে পাশে ছিল। এবারের আলপনা উৎসবটি উদ্বোধন করার জন্য এপ্রজন্মের তরুণ। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে সামনে এসেছিলেন বীরাঙ্গনা মোমেনা বেগম। একাত্তরে পরিবার-পরিজন হারানো এবং নির্যাতনের শিকার এই বীরাঙ্গনা এখনো বহন করে চলছেন সেই ক্ষত, সেই ভয়াল দিনে তার ছোট বোনটি পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের একপর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে সেই স্মৃতি স্মরণ করে পঞ্চাশ বছর পরেও যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছিলেন তিনি। একটি রেখা এঁকে আলপনা উৎসব শুরু করার জন্য তাকে আহ্বান করা হলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি চমৎকার একটি ফুল আকলেন। যে বিভৎসতার স্মৃতি তিনি বহন করছেন তার কোন ছাপ যেন আলপনায় পরতে দিলেন না। কষ্টবোধগুলো একান্ত তার হয়ে রইল, তরুণ প্রজন্মের জন্য তিনি একটি সুন্দর ভবিষ্যতের কামনাই এই ফুলের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন। ইউডা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ৭১ জন শিক্ষার্থী এই অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। তারা এই ফুলটিকে অক্ষুন্ন রেখে তাদের আলপনা আঁকার কাজটি সম্পন্ন করে। নীলিমা ইব্রাহিম -এর ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বইটিতে একজন বীরাঙ্গনা অপেক্ষায় ছিলেন কবে এ প্রজন্মের কোন তরুণ তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলবে এই পতাকায় তাঁরাও অংশী, তাঁরাও আমাদের গর্ব, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা তাদের জন্য নয়। ২১ মার্চ ২০২১ সেই অপেক্ষার শেষ হলো।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

২৫ মার্চ ২০২১

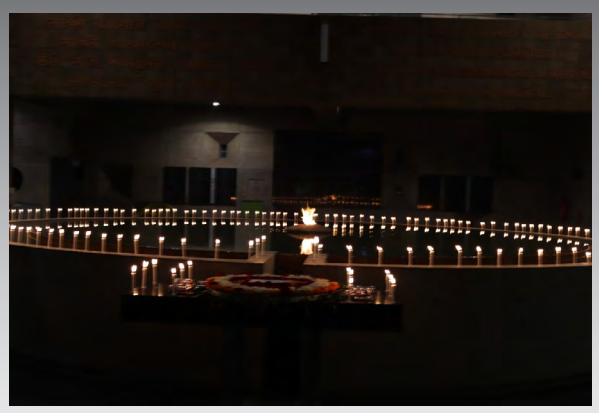

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ দিন শেষ হয়ে যে রাত এসেছিল সেটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক কাল রাত্রি। সেই রাতের অন্ধকারকে কাটিয়ে বাঙালি জাতি এনেছিল স্বাধীন ভোর। প্রতিবছর ২৫ মার্চের কাল রাত স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাদুঘরের রজতজয়ন্তীর বছরেও ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিখা চির অম্লান চত্বরটিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। তবে অতিমারির কারনে ছিলেন না আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ। জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ এই আয়োজনটি সম্পন্ন করে।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী : শিশু-কিশোরদের আনন্দ আয়োজন

১৭ মার্চ ২০২১

দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় পরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মঞ্চ নানান রঙের পোষাকে সেজে ওঠা শিশু-কিশোরদের নাচ-গান-আবৃত্তিতে সরব হয়ে উঠলো ১৭ মার্চ ২০২১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করলো শিশু-কিশোরদের জন্য এক আনন্দ আয়োজন। এই আনন্দ আয়োজনে অংশ নেয় উদয়ণ স্কুল ও কলেজ, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, সালেহা স্কুল এন্ড কলেজ, শেরে বাংলা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ইউসেপ স্কুল ও কচিকাঁচার মেলার বন্ধুরা। মঞ্চে কখনো ক্ষুদে শিল্পীরা পরিবেশন করছিল *তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে*, কারো পরিবেশনা ছিল *এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি/ আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে*, কারো কণ্ঠে ছিল, *সূর্যদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি*, কেউ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদন করে গাইছিল, *শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ/ যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু*। এভাবে দেশাত্মবোধক গান, নাচ-এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষকে উদযাপন করলো শিশু-কিশোররা।

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা

২৬ মার্চ ২৯২১

‘এত মরা মুখ আধমরা পায়ে/পূর্ব বাংলা কোলকাতা চলে’- একাত্তরে হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটেছিল জীবন বাঁচাতে। আর ৪১ বছর পরে একদল অভিযাত্রী সেই একাত্তরের শোক কে শক্তিতে পরিনত করে শহীদ মিনার থেকে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত হেঁটে চলা শুরু করে। অভিযাত্রী মো: ইমাম হোসেন বলেন, ‘‘কঠিন মাটির ভেতর দিয়ে যে সবুজ কচি ডগা মাথা তুলে দাঁড়ায় শিরদাঁড়া সোজা করে, ঠিক তেমনি একটি প্রজন্ম তার পূর্ব পুরুষদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে, তাদের কষ্ট অনুভব করে, তাদের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে সোজা হয়ে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় শহীদ মিনার থেকে স্মৃতিসৌধ অবধি।’’ গত ছয় বছর ধরে এই হাটার সাথে যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তাদের ৩৫ কিলোমিটার বা ২২.৫ মাইল পথ হাঁটায় সৃষ্টি হয় কত গল্প, বসিলা ব্রীজ এর নীচ থেকে অভিযাত্রীরা নৌকায় উঠে সাদুল্লাপুর ঘাটে নামে। বসিলা থেকে স্থানীয় কিছু কিশোর তাদের এই যাত্রার সঙ্গী হয়, এই কিশোরদের যখন তাদের মায়েরা বিদায় দিতে আসেন তখন অভিযাত্রীর সংগঠক জাকারিয়া বেগের মনে পড়ে যায় একাত্তরে একজন মায়ের তার ছেলেকে যুদ্ধে যাবার আগে বিদায় দেবার স্মৃতি। কত না মানুষ যুক্ত হন এই পথ চলায়, ২০১৮ সাল থেকে অস্মিতা নামের ৯ বছর বয়সের ছোট্ট মেয়েটি তার বাবা আশিষ রঞ্জন দে’র হাত ধরে হাঁটছে। বাবা হাঁটছেন ২০১৬ সাল থেকে। মেয়ের যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ‘‘১৮ তে ওকে নিয়ে

যাবার জন্য কিছুটা মানসিক ও শারিরীক চর্চা করিয়ে নিই। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই মনে একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিলো সে একটা রেকর্ড করুক এই যাত্রাপথে। পথে আমার অনিচ্ছায় ৩ কিলোমিটার পথ ওকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আগের এবং পরের বাকি পথ সে হেঁটেই যায়। মজার ব্যাপার হলো ওকে দেখে অনেক বড়রা হাঁটার ক্লান্তি ভুলে গেল সেবার। তারপর ১৯এ পুরোটা পথই হাঁটে। ২০ এ করোনার কারনে আমরা যাইনি। ২১ এ আবার যাই। এবার সে অনেক সাচ্ছন্দে হেঁটে যায়। এখন মনে হয় ওর পরিচয়ে অনেকে আমাকে চেনে। ও এখন অনেকের অনুপ্রেরণা।’’ অনুপ্রেরণা তৈরি করে পর্বতারোহী নিশাত মজুমদার, সবচাইতে যে পিছিয়ে পড়ে, তাকে উৎসাহ দিতে সে থাকে সবার শেষে। পথে নেমেই পরিচয় হয় পথের সাথীর সাথে, কেউ উৎসাহ দিতে ধরেন দেশাত্ববোধক গান, কেউ এগিয়ে দেয় পানি, কেউবা পরিচয় করিয়ে দেন নাম না জানা ফুলের সাথে। এভাবেই এগিয়ে চলে অদম্য পদযাত্রা। ঢাকার পদযাত্রার সাথে শরিক হয় পাবনা, মৌলভীবাজার, শেরপুর। অভিযাত্রী ইনাম আল হক আশান্বিত হয়ে ওঠেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে অসংখ্য হত্যাযজ্ঞ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়, সেই প্রতিটি স্থানে পৌঁছে যাবে এই পদযাত্রা।

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

নতুন চন্দ্র সিংহ (১ ডিসেম্বর ১৯০০ – ১৩ এপ্রিল ১৯৭১)

স্ব-প্রতিষ্ঠিত পুরুষ নতুন চন্দ্র সিংহের জন্ম রাউজানের গহিরা গ্রামে। কিশোর বয়সে পিতার সঙ্গে আরাকানের আকিয়াব গিয়ে সাবান ও ওষুধ তৈরির ছোটখাট ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায়িক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৬ সালে কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের পত্তন ঘটান। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে তাঁর দখল ভেষজ ঔষধের ব্যবসায় সাফল্য এনে দেয়। পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে তিনি সহায়তা যোগান।
পাকবাহিনীর গণহত্যাভিযান শুরু হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক সপরিবারে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পরে সীমান্ত পাড়ি দেয়। ১৩ এপ্রিল স্থানীয় দোসরদের প্ররোচনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকবাহিনী গহিরা প্রবেশ করে এবং নতুন চন্দ্র সিংহকে তাঁর গৃহমন্দিরের সামনে গুলি করে হত্যা করে।

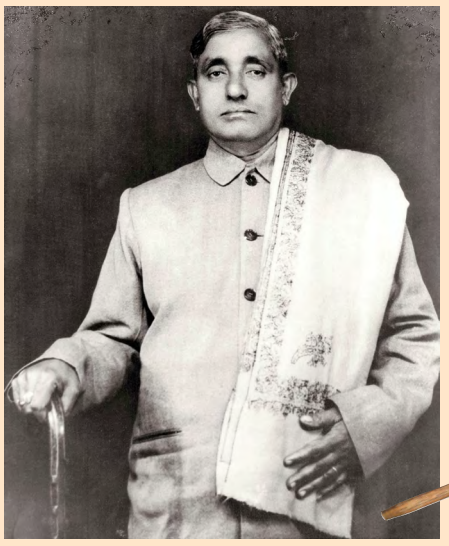

নতুন চন্দ্র সিংহ ব্যবহৃত কোট ও লাঠি

২৪ ঘণ্টায় বিশ্ব-পরিক্রমণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গণহত্যা বিষয়ক ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

তাহমিনা আক্তার দিপু, *শিক্ষার্থী, নোবিপ্রবি*

গত ১২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২৪ ঘণ্টাব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করে। Global Virtual Conference on Commemorating Past Genocides and Learning to Prevent Atrocity Crimes শিরোনামে জুম এবং উভা প্লাটফর্মে এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ২৭টি অধিবেশনে মোট ৭৭জন বক্তা দেশবিদেশের বিভিন প্রান্ত থেকে অংশ নেন। বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশের প্রতিনিধিত্বে ১৯টি দেশীবিদেশী সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি সফল সম্মেলনের আয়োজন সম্ভব হয়েছে। এই সম্মেলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং ফিল্ম সেন্টারের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একদল নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবী। উদ্বোধনী পর্বের শেষে, দিনের প্রথম অধিবেশন ১২ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটে 'গণহত্যা ও নির্যাতন' শীর্ষক সেমিনার দিয়ে শুরু হয়। অধিবেশন সঞ্চালনা করেছিলেন শাওলি দাশগুপ্ত, সেন্টারের গবেষক ও স্বেচ্ছাসেবী। এই অধিবেশনটির প্যানেলিস্ট জুলিয়ান ফ্রান্সিস বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য অক্সফামের ত্রাণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। অপর প্যানেলিস্ট ড. হেলেন জার্ভিস Permanent Peoples' Tribunal সহ-সভাপতি এবং কম্বোডিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারে গঠিত বিশেষ আদালতের উপদেষ্টা। তিনি তার উপস্থাপনায় গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টনের তত্ত্ব গণহত্যার দশটি ধাপ এবং ড্যানিয়েল ফিয়ারস্টাইন দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ জেনোসাইডের ছয় পর্যায়ের বিবরণ দেন। এর পরে তিনি বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার গণহত্যার তুলনামূলক ব্যাখ্যা করেন। সর্বশেষ প্যানেলিস্ট বিংহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তাওহীদ রেজা নূর উপস্থাপনা শেষে দৃঢ় চিত্তে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী, একদিন বিশ্ব একাত্তরের নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেবে।

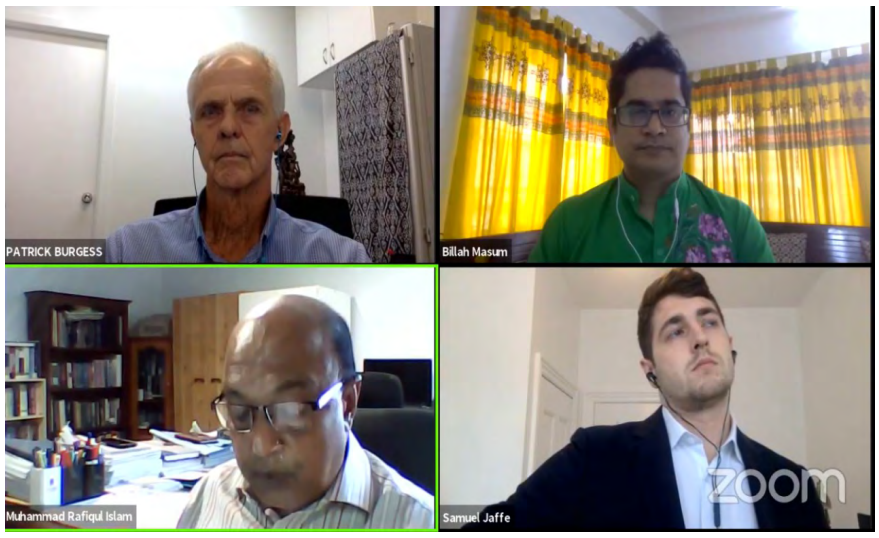

গণহত্যার কথা স্মরণ : '৫০ বছর পর' শিরোনামে তৃতীয় অধিবেশন প্যানেলিস্ট হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক (ইমেরিটাস) ড. রফিকুল ইসলাম (ম্যাকওয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়), প্যাট্রিক বার্জেস (অস্ট্রেলিয়ার আইনজীবী এবং সভাপতি, Asia Justice and Rights), স্যামুয়েল জাফি (গবেষক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) মডারেটর ড. মাসুম বিল্লাহ (সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) একাত্তরের বাংলাদেশের গণহত্যা এবং অপরাধীদের চলমান বিচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে অধিবেশন শুরু করেন।
অধ্যাপক ইসলাম, ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিটি-বিডি) আইনের সংজ্ঞা মূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, এই আইন নুরেমবার্গ সনদ অনুসরণ করেছে এবং এর সংজ্ঞাগত বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য একই রকম। প্যাট্রিক বার্জেস রোহিঙ্গা গণহত্যা ও একাত্তরের গণহত্যার মিল নিয়ে বলেন, যখন গণঅপরাধ করা হয়, তখন এটা গণহত্যা অথবা মানবতা বিরোধী অপরাধ কী না, তা প্রাসঙ্গিক না। প্রশ্ন আমরা তাদের সম্পর্কে কি করব? এটি হল ট্রানজিশনাল জাস্টিস। এখানে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। Asia Justice and Rights রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে একটি প্রোগ্রাম করেছে যেখানে মহিলারা তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সেলাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। স্যামুয়েল জাফি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকায় বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
ইন্দোনেশিয়ার আজার পরিচালিত গোলটেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন। প্রথম বক্তা ছিলেন প্যাট্রিক বার্জেস। গণহত্যা, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মোকাবিলায় যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে তিনি ট্রানজিশনাল জাস্টিসের ধারণার ব্যাখ্যা দেন। তিনি আরো বলেন, গণ অপরাধের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়মুক্তি অন্যতম সমস্যা। মিয়ানমারের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, তারা রোহিঙ্গাদের আক্রমণ করে এবং নাগরিকত্ব আইনের দোহাই দিয়ে তাদের রাষ্ট্রচ্যুত করার ঘটনাটি ঘটিয়েছে।
দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন Truth and Reconciliation Commission -এর চেয়ারপারসন আফ্রিদাল ডারমি। তিনি দলগত আক্রমণের তথ্য অনুসন্ধান এবং সশস্ত্র সংঘাত রোধের মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তৃতীয় বক্তা অধ্যাপক রুফা কাগোকো-গুইয়াম, ট্রানজিশনাল জাস্টিস সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সহ-আহ্বায়ক, গণহত্যা রোধে ভুক্তভোগীদের মূল ভূমিকা বিষয়ে তিনি মতামত দেন।
সেশন-৮ আয়োজিত হয় সোমালিল্যান্ডের হরজিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায়। "যখন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের হত্যা করে: সোমালিয়া জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের হামলা" শিরোনামের এই অধিবেশনে প্রথম বক্তা মোহাম্মদ আহমেদ মোহাম্মদ, (হরজিসা বিশ্ববিদ্যালয়, পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ ইনস্টিটিউট, সোমালিল্যান্ড)। তিনি সোমালিল্যান্ড সমস্যা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেন। দ্বিতীয় বক্তা মোহাম্মদ আবদুল্লাহি ডুয়াল সোমালিল্যান্ডে যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি সোমালিয়া এবং সোমালিল্যান্ডের রাজনীতি সম্পর্কে মতামত দেন।
দশম অধিবেশন আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং অধিবেশন-এর থিম হলো অতীতের তথ্য আহরণে মৌখিক ইতিহাসের ভূমিকা। অধিবেশন পরিচালনায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবী আজরিন আফরিন। প্রথম প্যানেলিস্ট ভারতের ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. ইন্দিরা চৌধুরী উদ্বাস্তু এবং তাদের অজানা ট্রমা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং রক্তপাত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যে বিভাজন নিয়ে আসে তা নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় প্যানেলিস্ট বাংলাদেশের গবেষক প্রকৃতি শ্যামলিমা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ওরাল প্রকল্পের সাথে তার কাজ এবং সারা দেশে শিক্ষার্থীদের একযোগে গঠিত এই প্রকল্প কেন অনন্য তা ব্যাখ্যা করেন।
Swiss Peace আয়োজিত ১৩ সেশনের শিরোনাম "সংঘাত ও গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য অতীত এবং স্মৃতিচারণের প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করার গুরুত্ব"। Swiss Peace সুইজারল্যান্ড সরকার এবং বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত গবেষণা ইনস্টিটিউট। মডারেটর ক্লডিয়া

জোসি Swiss Peace কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে এ একটি উপস্থাপনা করেন। ফ্ল্যাভিয়া কেলার (বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়) শান্তিরক্ষার জন্য স্মৃতির গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করেন। অপর বক্তা উলরি চলহে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গণহত্যা বিষয়ক ভার্চুয়াল

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

(সিনিয়র গবেষক, Swiss Peace) অতীত, সংঘাত রোধ এবং গণহত্যা প্রতিরোধের তত্ত্ব এবং অনুশীলনের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনা করেন।

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত কনফারেন্সের অধিবেশন ১৪-এর শিরোনাম-বাংলাদেশ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। মডারেটর-শাহরিয়ার কবির, সভাপতি, সেকুলার বাংলাদেশ ফোরাম। প্যানেলিস্ট আনসার আহমেদ উল্লাহ (সাধারণ সম্পাদক, সর্ব ইউরোপীয় সেকুলার ফোরাম) বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে, একই সাথে এটি বাংলাদেশের গণহত্যার পঞ্চাশতম বছরও। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে নৃশংসতার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল, তবে মূল প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং এগিয়ে যাওয়ার উপায় হল আরও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও বেশি প্রচার চালানো। প্যানেলিস্ট ফেরাহাত আতিক, (তুরস্কের চলচ্চিত্র নির্মাতা) আলোচনায় বলেন, "ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতাগুলো অপরিবর্তনীয়।একবার তাদের দুর্ভোগের পরে, আমরা অতীতকে ভুলে যেতে পারি না। মানবতার দরকার শেখ মুজিবুর রহমানের মতো সূর্যের আলো। অতীত সঠিক উপায়ে লিপিবদ্ধ করা না হলে এটির পুনরাবৃত্তি বিরত করা সফল হবে না।"

"বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ গণহত্যা" শিরোনামে অধিবেশন-১৫ পরিচালনা করেছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্বেচ্ছাসেবক নাদিয়া ইসলাম। সিগফ্রিড ওল্ফ এবং পাওলো কাসাকা অধিবেশনে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের গণহত্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। সিগফ্রিড ওল্ফ দক্ষিণ এশিয়া ডেমোক্র্যাটিক ফোরামের একাডেমিক ডিরেক্টর (SADF)। ১৯৭১ সালে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নীরবতা সম্পর্কে তিনি সমালোচনা ব্যস্ত করেন। পাওলো কাসাকা দক্ষিণ এশিয়া গণতান্ত্রিক ফোরামের পরিচালক। তিনি বলেন যে, আজও তিনি বিস্মিত হন এই ভেবে যে, আন্তর্জাতিক মহল কেন বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালের বিচারের সমালোচনা করছে।

বাংলাদেশ গণহত্যা এবং মেমোরিয়ালাইজেশনের ভূমিকা-এই শিরোনামে অধিবেশন ১৬ পরিচালনা করেছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্বেচ্ছাসেবক লুৎফুন্নাহার। অধিবেশনে ড. মুনতাসির মামুন ও আসিফ মুনীর বাংলাদেশ গণহত্যা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মামুন খুলনার নির্যাতন ও গণহত্যা জাদুঘরের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যায় শহীদের সংখ্যা তিন মিলিয়ন নয়, তারও বেশি হবে। আসিফ মুনীর বাংলাদেশের প্রজন্ম'৭১ (Generation-71) সংগঠনের পরিচয় প্রদান করেন। আসিফ বলেন যে, তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সন্তান। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে, ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এই সংস্থা তারা গঠন করেছিলেন। সংস্থা হিসাবে আমরা যে কাজ করেছি তার অন্যতম ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

সেশন ১৭ অধিবেশনের নাম ছিল 'গণহত্যা সংকট ও আফ্রিকা', যেখানে তিনজন প্যানেলিস্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারা হলেন- ওবো জেফ্রি ডেরিক, কেভিন মাওয়াঙ্গি এবং ফ্লোরেন্স ও টিয়ানো আচেং। প্রথম বক্তা ওবো জেফ্রি ডেরিক উগান্ডার একজন আইনজীবী। তিনি 'ঐধঃব ঝঢ়ববপয' এবং গণহত্যা, উগান্ডা ও রুয়ান্ডার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বক্তা কেভিন মাওয়াঙ্গি কেনিয়ার হাইকোর্টের আইনজীবী। তিনি 'নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কেনিয়ার বাস্তবতা' শীর্ষক উপস্থাপনা করেছেন। তৃতীয় বক্তাও কেনিয়ার হাইকোর্টের আইনজীবী। তিনি 'যৌন সহিংসতার রূপ হিসেবে ধর্ষণ' উপস্থাপন করেছিলেন।

শিক্ষা অনুষদ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেশন ২৪ ছিল মূলত একটি গোলটেবিল বৈঠক। 'শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য অতীত থেকে শিক্ষা' শীর্ষক অধিবেশন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এলিজাবেথ মাবের পরিচালনা করেছেন এবং তিনজন বিশিষ্ট আলোচক যোগদেন; প্রফেসর ড. নয়নিকা মুখোপাধ্যায়, ইমরান আজাদ এবং ড. খিন মার মার চি। প্রফেসর নয়নিকা মুখোপাধ্যায় 'বীরাঙ্গনা: সংঘাতের সময় যৌনসহিংসতা' শীর্ষক উপস্থাপনা করেন। তিনি বীরাঙ্গনা এবং 'Spectral Wound' শীর্ষক সচিত্র পুস্তিকা উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্যানেলিস্ট ইমরান আজাদ শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের Inter-generational সংযোগ উপস্থাপন করেন। ড. খিন মার মার চি মায়ানমার এবং থাই সীমান্তে তাঁর নিজের কাজের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন।

১৩ মার্চ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় সমাপনী অধিবেশনের মধ্য দিয়ে গণহত্যা বিষয়ক অনলাইন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী এবং ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স (IAGS) এর নির্বাহী সদস্য এমী ফ্যাগিন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। সমাপনী অধিবেশন পরিচালনা করেন সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের সমন্বয়কারী নওরিন রহিম।

মিরপুরস্থ জলাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে স্বাধীনতা উৎসব পালন

২৫ মার্চ-২০২১,জাতীয় গণহত্যা দিবস

সূচনা বক্তব্য : রফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, কর্মসূচি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

স্মৃতিচারণ : বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক শহিদ খন্দকার আবু তালেব-এর পুত্র খন্দকার আবুল আহসান, শহিদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার মোকলেসুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

বধ্যভূমির সন্তানদল: জল্লাদখানায় হত্যা করা শহিদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের সন্তানরা পরিবেশন করে দেশমাতৃকার গান ও কবিতা আবৃত্তি।

স্বপ্নবীণা শিল্পকলা বিদ্যালয়: ছোট্ট সোনামনিরা পরিবেশন করে জারিগান 'বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা'।

আনন্দলোক : দেশের গানে দলীয় নৃত্য ও দলীয় সংগীত।

ঝিনুক শিশু-কিশোর সংঘ: দেশমাতৃকার গান ও গণজাগরণমূলক একক ও দলীয় সংগীত।

পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র : শিল্পীরা পরিবেশন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও পল্লীগীতি ও পুঁথিপাঠ ।

এছাড়াও, সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন ও ১ মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্যে দিয়ে ২৫ মার্চ নিহত সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।। রাত ৯.০০ -৯.০১ মিনিট ''ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি" পালন করা হয়। মিরপুর সাংস্কৃতিক ঐক্য ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ প্রতি বছরের মত মশাল মিছিল নিয়ে জল্লাদখানা বধ্যভূমি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এর মধ্যে দিয়ে গণহত্যা দিবসের আয়োজন সমাপ্ত হয়।

২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস

স্মৃতিচারণ : শহিদ আব্দুল হাকিম এর পুত্র আব্দুল হামিদ ও শহিদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চারুলতা একাডেমি : একক ও দলীয়ভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত কবিতা আবৃত্তি।

ঢাকা সিটি স্কুল : মহান স্বাধীনতা দিবস, মুক্তিযুদ্ধ ও বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা একক বক্তব্য উপস্থাপন করে।

মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর : আবৃত্তি শিল্পীরা দলীয়ভাবে পবিবেশন করে 'স্বাধীনতা শব্দটি যেভাবে আমাদের হল'।

সংগীত সমাজ কল্যাণপুর : বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীরা পরিবেশন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও গণসংগীত।

বধ্যভূমির সন্তানদল : মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা ও দেশের গানে একক ও দলীয় নৃত্য।

যুব বান্ধব কেন্দ্র (বাপসা) : দেশমাতৃকার গানে দলীয় নৃত্য ও একক সংগীত।

প্রমিলা বিশ্বাস, *সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম আমার দেশব্রতের অংশ

মাকসুদুল হক

কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলা রক সংগীতের প্রবাদ পুরুষ আযম খানের সঙ্গে ১৯৯৬ সালে আমি প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাই। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম জাদুঘর পরিদর্শন করে। আমার আজও মনে পরে সেই সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ছোট্ট উঠানে অনুষ্ঠিত এক কনসার্টে আমি জনসমক্ষে বলেছিলাম যে যখনই প্রয়োজন হবে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে কাজ করবো। এরপর ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি একদিন আমার খুব পছন্দের একজন সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর আমাকে ফোন করলেন। খুব আন্তরিকভাবে গুরুগম্ভির কণ্ঠে তিনি আমাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিল সংগ্রহের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করতে বললেন। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ একটি কাজ। আমার দায়িত্ব ছিল সুমন চট্টপাধ্যায় (যিনি কবীর সুমন নামেও পরিচিত এবং ১৯৯১ সাল থেকে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব) নামের মেজাজী শিল্পী ঢাকায় থাকাকালীন দেখভাল করা। তিনি কোলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য আয়োজিত কনসার্টে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেদিন নূর ভাইয়ের বলা শেষ কয়েকটি কথা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, ফোন রেখে দেবার আগে তিনি বলেছিলেন 'মাকসুদ এটা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে অনুরোধ নয়, স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ আর তোমাকে তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে এটি পালন করতে হবে।" সেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্দেশ আমি পালন করে আসছি। বলতে গর্ব হচ্ছে যে সেবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত সুমনের পাঁচটি কনসার্টের তিনটিরই আয়োজনের কারিগরী সহযোগিতা, লাইট-সাউন্ড আমি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে করেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত প্রথম খুব বড়ো পরিসরে এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন ছিল ২০০০ সালে ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীর উদ্যোগে তৎকালীন বামবা-এর সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী বগী, ওয়ারফেজ ব্যান্ডের শেখ মনিরুল ইসলাম টিপু এবং গীতিকার শহীদ শেখের সহযোগিতায় ১৯৭১-এ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশের পুনমঞ্চায়ন। ওসমানী মিলনায়তনে আয়েজনটি করা হয়, বামবা-এর সদস্য ব্যান্ড, বিভিন্ন শিল্পী এবং শিল্পকলা একাডেমির উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীরা এতে যোগ দিয়েছিলেন এবং কনসার্টের এ্যালবাম দুটিতে সংগৃহিত প্রায় সবগুলো গানই তারা গেয়েছিলেন, যা সাধারণ দর্শক শ্রোতা থেকে সংগীত বোদ্ধা এমনকি উপস্থিত কূটনৈতিকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

এরপর বেশ কিছুদিনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। তারা আগারগাঁয়ে বিশাল পরিসরে নান্দনিক জাদুঘর ভবন তৈরিতে ব্যাস্ত হয়ে পরে আর আমিও আমার গান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ২০১৮ এর শীতে শ্রদ্ধেয় মফিদুল ভাইয়ের (যিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন ট্রাস্টি) সাথে আমার আবার যোগাযোগ হলো। ১৯৯৪ থেকে তার সাথে আমার পরিচয়। নতুন জাদুঘর আমার জন্য ছিল দারুন উৎসাহব্যাঞ্জক। কোন সন্দেহ নেই যে আমি এবং আমার স্বদেশ দীর্ঘদিন ধরে এর জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। এর অত্যাধুনিক স্থাপত্যশৈল্যই শুধু নয়, আকর্ষনীয় প্রদর্শনশালা, বড়ো খোলা চত্বর, গ্রন্থাগার, ক্যান্টিন, বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বেসমেন্ট পার্কিং এরিয়া, কনফারেন্স হল এমনটি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন শৌচাগার বিশ্বের অনেক দেশের যে জাদুঘর আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সেগুলোর সাথে কেবল তুলনীয়ই নয় অনেক দিক দিয়ে উন্নতও বটে। এক অদ্ভূত গর্বের অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার মন। আমাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো তরুণ প্রজন্মকে জাদুঘরমুখী করার পাশাপাশি জাদুঘরের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে। আমরা সবাই মিলে 'ফ্রিডম মিউজিক ফেষ্ট ২০২০" এর পরিকল্পনা করলাম। ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি পরপর তিনদিন এই কনসার্ট আয়োজিত হয়। জাদুঘরের উন্মুক্ত চত্বর আর চমৎকার অডিটোরিয়ামে ২০টি ব্যান্ড দর্শকদের সামনে গান পরিবেশন করে। প্রতিদিন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে রাত ১১টার আগে শেষ করা করা যেত না, পাঁচ হাজারের বেশি দর্শকের সমাগম হয় এই তিন দিনে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র হিসেবেও নিজের পরিচয় দাঁড় করালো। আমাদের সামান্য চেষ্টা ছিল নতুন প্রজন্মকে জাদুঘরের প্রতি আকৃষ্ট করার কিন্তু সেটি এতটাই সার্থক ও সফল হলো যে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এই উৎসবকে নিয়মিত বাৎসরিক উৎসবে পরিনত করার অনুরোধ করলেন।

এক হঠাৎ মহামারির আবির্ভাবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ওলট-পালট করে দিল কিন্তু আমাদের উৎসাহকে দমাতে পারেনি। ২০২০ এর সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ মহামারির প্রকোপ কিছুটা কমলে আবার জাদুঘর থেকে আমার তলব আসলো, এবার ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মদিনে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসে একটি কনসার্টের আয়োজন করতে হবে। এবারে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে, কনসার্টটি আগে ধারন করে রাখতে হবে এবং পরে সেটি জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় সম্প্রচারিত হবে। আমাদের লাইট, সাউন্ডসহ কারিগরি সবকিছু আয়োজন করতে হবে, ভিডিও ধারণ করতে হবে এবং সম্প্রচারের জন্য সেগুলো প্রস্তত করতে হবে, আর এসবকিছুর জন্য যে খরচ হবে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। আমাদের এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পা রাখার অভিজ্ঞতা যতটাই কঠিন হোক না কেন শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার সাথে সাথে অন্যান্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্ব ২০২০ এর জন্য আগে ধারণ করে পরবর্তীতে সম্প্রচার করার জন্য আরেকটি আয়োজন করা হয়। 'সংগস অব ফ্রিডম' নামে এই কনসার্টে ৬ টি ব্যান্ড ৪টি করে গান পরিবেশন করে মহামারির সময়েও বিজয় দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এরপর প্রশ্ন হলো ২০২১ সালে দ্বিতীয় ফ্রিডম মিউজিকফেস্ট কী আমরা করতে পারবো, যেটি গতবার অনুরোধ করা হয়েছিল। কয়েকদিন আলোচনা চলল এবার কি আগেরবারের মতো দর্শক উপস্থিতিতে এই উৎসব করা যাবে কিনা সে বিষয়ে। তখন আমাদের মনে এই ধারনা জন্মাচ্ছিল যে মহামারির আঘাত কমে এসছে, ২৬ মার্চকে সামনে রেখে তিনটি উদযাপনকে আমরা থামিয়ে দিতে চাইনি চরম স্বাস্থ্যঝুকি থাকা স্বত্ত্বেও। সময়টা আমাদের জন্য দারুন তাৎপর্যময়, একদিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী, একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, আবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেরও রজতজয়ন্তী। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বড়ো করে এবারের উৎসব করবো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ মহামারির সতর্কতা হিসেবে আবারো সিদ্ধান্ত নিলেন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় সম্প্রচার করার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কিন্ত সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল এটি সম্ভব করার। একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আরো কঠিন হয়ে পড়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, কেননা অতিমারির প্রকোপ কমায় অনেকেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদাসিন ছিলো। অনেকগুলো বিষয় মেনে নিয়ে আমাদের আগাতে হলো, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে অত্যন্ত জনপ্রিয় কিছু ব্যান্ডের সাথে গতবছর সীমিত বাজেটের কারনে যাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি এমন কয়েকটি ব্যান্ড নিয়ে ২০২১-এর মিউজিকফেষ্ট হবে।

যে কোন অনুষ্ঠান পূর্বে ধারনকৃত হলে খরচ বৃদ্ধি পায়, শুধু ব্যান্ড দলের পরিবেশনাই না, আন্তর্জাতিক মানের ভিডিওগ্রাফি নিশ্চিত হরতে হবে। আমাদের রক গানের সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে হবে, একই সাথে মুক্তিযুদ্ধর যন্ত্রণাময় ইতিহাসকে ধারণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভস থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অসাধারন কিছু ছবি সংগ্রহ করলাম এবং বিশাল এল ই ডি স্ক্রীণে সেগুলো অনবরত চলতে থাকলো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিল সীমিত, কর্পোরেট স্পন্সরশীপের উপর নির্ভরশীলও নয়, যে কারনে খরচের খাত সবসময়েই সমঝোতা করতে হয়। আমাদের নেহায়েত সৌভাগ্য যে চ্যানেল ২৪ কে আমরা রাজি করাতে পেরেছিলাম তাদের ক্যামেরা, কারিগর, রেকর্ডিং ও পোষ্ট প্রোডাকশন ইউনিটকে আমাদের দিয়েছিল সৌজন্য হিসেবে। পরপর তিনদিন টেলিভিশনের এই দল জাদুঘরের দলের সাথে যুক্ত হয়, তারা খুব কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করেছিল শৈল্পিক মানসম্মত উচ্চমানের অনুষ্ঠানের জন্য। আবারও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে ১৪, ১৫, ১৬ তারিখের সম্প্রচার সাফল্যগাঁথা তুলে ধরলো।

এভাবেই সময় অতিক্রান্ত হয়, আর আমরা স্বপ্ন দেখি মহান মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ- মুক্তি, গণতন্ত্র আইনের শাসন কে অক্ষুন্ন রেখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবে। আমাদের সর্বকনিষ্ঠ নাগরিককে গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ইতিহাসের এবং বাঙালির আত্মপরিয়ের অংশী করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে দুরদর্শী পদক্ষেপ তা স্বদেশব্রতেরই পরিচয় বহন করে এবং একারনে তারা প্রশংসার দাবীদার। আমার স্থির বিশ্বাস পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাদুঘর তার ইতিহাস সংরক্ষনের উদ্যোগ নিত, হয়তো ভবিষ্যতে কেউ নেবে তারা অবধারিত ভাবে আমাদের উদাহরন অনুসরন করতো।

সবশেষে বলি- বাংলাদেশ যখন তার স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে তখন আমরা অধিকাংশই এমনকি যারা এই কনসার্টে অংশ নিয়েছে তাদেরও অনেকেই হারিয়ে যাবো, কিন্তু আমি জানি আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা ভবিষ্যত প্রজন্ম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে এবং গর্বভরে বলবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য আমরা যে সংগ্রহশালা গড়ে তুলছি তা শুধু প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্যই প্রশংসিত হবে না বরং তুলে ধরবে তারুন্য, প্রজ্ঞা আর প্রযুক্তি একসাথে হয়ে ২০২১ সালে ইতিহাস গড়ে তোলার কথা। এটি দৃঢ়তার সাথে আবারো জানাবে যে আমরা তথাকথিত প্রজন্মের ব্যাবধান অতিক্রম করেছিলাম আমাদের জাতির মঙ্গলের জন্য। যদি আমরা একাত্তরকে ভুলেও যাই তারপরেও আসুন মনে রাখি ২০২১ সালে সব প্রজন্মের, সব গোত্রের, সব ধর্মের এবং বর্ণের মানুষ আরো একবার সম্মিলত হয়েছিল এক নৃশংস শত্রুর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

আজকের পৃথিবী যখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে নানান বিপরীতমুখী মত এবং পথে বিভক্ত তখন দ্বেশাত্ববোধ ও অহিংসাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হচ্ছে।

গর্বের সাথে বলি আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা

আকস্মিক সামরিক অভিযানের মুখে সীমান্ত অতিক্রমকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের সংহত করতে উদ্যোগী হয়। ১০ এপ্রিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় মিলিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে অধিষ্ঠিত হন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ হলেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমাদের অহংকার!!

দুনিয়ার ইতিহাসে খুব অল্প সংখ্যক জাতির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে, একাত্তরের ১০ এপ্রিল আজকের দিনে মুজিবনগর সরকার গঠন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রনয়ণ করা হয়

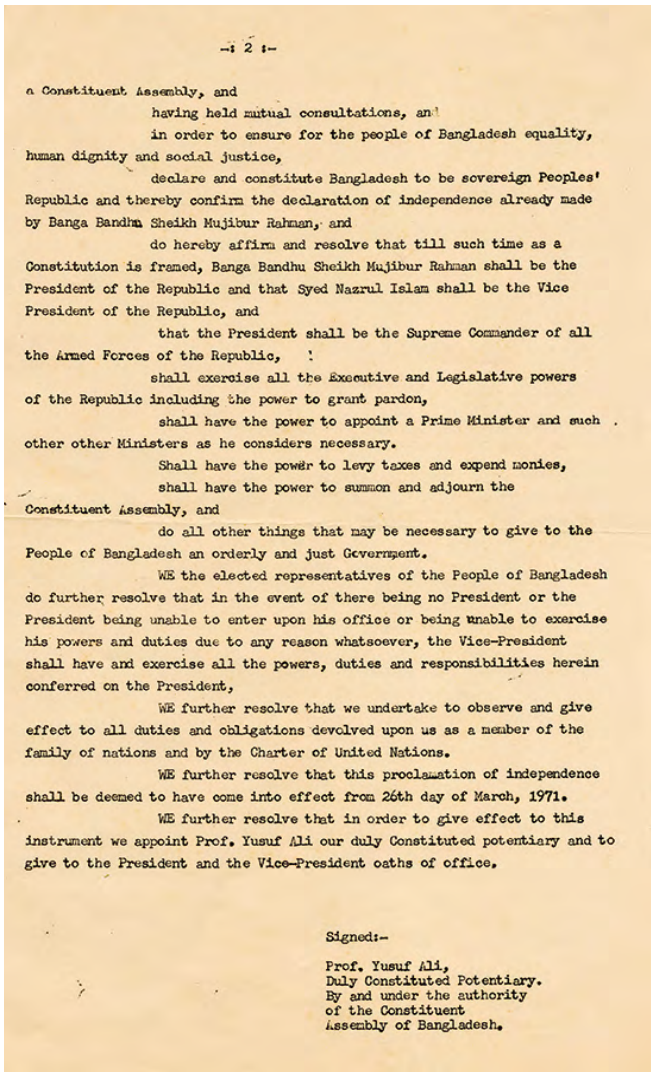

-: 2 :-

a Constituent Assembly, and

having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be sovereign Peoples' Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other other Ministers as he considers necessary.

Shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the People of Bangladesh an orderly and just Government.

WE the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President,

WE further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of United Nations.

WE further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

WE further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

Signed:-

Prof. Yusuf Ali,
Duly Constituted Potentiary.
By and under the authority
of the Constituent
Assembly of Bangladesh.

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমরা বিশ্বাস করি চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়। তবে যে কারো চলে চাওয়াই এক শূন্যতার জন্ম দেয়। প্রতিটি শ্রদ্ধাঞ্জলি আমাদের জন্য বেদনার। তারপরেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার প্রতি সংখ্যায় কোন না কোন আপনজনের শোকবার্তা দিতে হচ্ছে, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

লিলি চৌধুরী

লিলি চৌধুরী শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর স্ত্রী। তিনি ছিলেন মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের অভিনেত্রী। মুক্তিযুদ্ধের পরে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে লিলি চৌধুরীকে। বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছেন, পাশাপাশি অভিনয়ও করেছেন। ১ মার্চ ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের আপনজন শহীদ জায়া লিলি চৌধুরী প্রয়াত হন। ২০১৮ সালের ১৯ ফেব্রুযারি পুত্র আসিফ মুনীরসহ লিলি চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসেন এবং শহীদ মুনীর চৌধুরীর কারাগারের ডায়েরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেন।

শাহীন রেজা নূর

বিশিষ্ট সাংবাদিক 'প্রজন্ম একাত্তর'-এর প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানকারী, এই সংগঠনের সাবেক সভাপতি, শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সন্তান শাহীন রেজা নূর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও যুদ্ধাপরাধীর বিচার দাবীর আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

নমিতা ঘোষ

একাত্তরের শব্দসৈনিক নমিতা ঘোষ চলে গেলেন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে, ২৬ মার্চ ২০২১। একাত্তরে তিনি ছিলেন ১৪ বছরের কিশোরী। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে পরিবারের সাথে সীমান্ত পারি দিয়ে আগরতলা যান তিনি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকদের সাথে পরিচিত হন এবং একটি প্রামান্যচিত্রে অংশ নেন। পরবর্তীতে মে মাসে তিনি কোলকাতায় আসেন। এসময়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে যোগ দেন এবং নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে তিনি আত্মিকভাবে জড়িত ছিলেন।

মিতা হক

সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক কেবল শুদ্ধ সংগীত চর্চাই করতেন না তিনি সংগীতকে যাপিত জীবনের অংশ করে তুলেছিলেন। ছায়নটের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের সহ সভাপতিও। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনাকাল থেকে তিনি ছিলেন এর অন্যতম সুহৃদ। ১১ এপ্রিল ২০২১ তিনি প্রয়াত হলেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২৫ মার্চ ২০২১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মোট ৬৮ জন Indian Armed Forces War Veterans and Serving Officers এর একটি প্রতিনিধিদল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। প্রতিনিধিদলটির এক ঘন্টা গ্যালারি পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মেলন কক্ষে জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী

২ এপ্রিল ২০২১ Major General Abdulla Shamaal, MA, MSC, NDU, PSC, চীফ অব ডিফেন্স ফোর্স, মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ বিভাগের ব্যবস্থাপক আমেনা খাতুনের তত্ত্বাবধানে গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করানো হয়। গ্যালারিতে পরিদর্শনের সময় সঙ্গে ছিলেন রফিকুল ইসলাম, চন্দ্রজিৎ সিংহ। প্রতিনিধি দলটি ১:২০ মিনিট পরিদর্শন শেষে দলের পক্ষ হতে Major General Abdulla Shamaal, MA, MSC, NDU, PSC জাদুঘরের মন্তব্য খাতায় মন্তব্য লিখেন এবং জাদুঘর কর্মকর্তা ও কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকলের নিকট হতে বিদায় নেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত ***Exercise Shantir Ogroshena*** এবং ***Army Chiefs' Conclave 2021'*** –এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০ এপ্রিল ২০২১ Lieutenant General Sidiki Daniel Traore, Force Commander, MINUSCA (Central African Republic), Lieutenant General Dennis Gyllensporre, Force Commander, MINUSMA (Mali), Brigadier General Dorji Rinchen, Deputy Chief Operations Officer, Royal Bhutan Army সহ মোট ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১২ এপ্রিল ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত Lieutenant General Sunil Srivastavi AVSM, VSM (Retd.)

বাংলাদেশ জেনোসাইড দিবস উপলক্ষে সিএসজিজের ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

২৫ মার্চ, বাংলাদেশ গণহত্যা দিবসকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর পক্ষ থেকে একটি ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

সিএসজিজে-এর সমন্বয়কারী নওরিন রহিম আলোচনা সভায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দিবসটির তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু করেন। আলোচনায় দেশ বিদেশের তিন জন গবেষক আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, ড. দিব্যদুতি সরকার, বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; মো: শাহরিয়ার ইসলাম, পোস্টডক্টোরাল গবেষক, বিংহ্যাম্টন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী সালওয়া মোস্তফা, তথ্য বিজ্ঞানী ও ১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বইয়ের ইংরেজি সংকলনটির একজন সম্পাদক।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে ড. দিব্যদুতি সরকার বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণহত্যা অধ্যয়ন বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও ইতিহাস বিকৃতির বিষয়ে আলোকপাত করেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ড. দিব্যদুতি সরকার গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য মানসম্পন্ন এবং ইংরেজি ভাষায় গণহত্যা বিষয়ক গবেষণার গ্রন্থ রচনার উপর জোর দেন। মো: শাহরিয়ার ইসলাম তার আলোচনার শুরুতেই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, স্কুল কলেজের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গুরুত্বের সাথে স্থান পেলেও গণহত্যার বিষয়টি এখনো আক্ষরিক অর্থে ততোটা গুরুত্বের সাথে স্থান পায়নি। এ প্রসংগে তিনি তার গবেষণার দুটি মূল্যবান অনুসন্ধান তুলে ধরেন। প্রথমটি, পাঠ্যপুস্তকে গণহত্যা বিষয়ক আলোচনার সংক্ষিপ্ততা এবং দ্বিতীয়টি, ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্মের মাঝে প্রকৃত ইতিহাস জানা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ সৃষ্টি হওয়া। সালওয়া মোস্তফা তার বক্তব্যে ১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বইটির ইংরেজি অনুবাদ করার পেছনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। এসময় তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন। বইটি ২০১৬ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ড দিব্যদুতি সরকার ইতিমধ্যে গণহত্যার স্থান ও গণকবর চিহ্নিতকরণে সরকার কর্তৃক যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রশংসা করেন এবং পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে খুলনার গণহত্যা জাদুঘরের ৬৪ জেলার গণকবর ও গণহত্যা বিষয়ক স্থান চিহ্নিতকরণের উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানান। এ বিষয়ে তিনি সরকারের গ্রহণকৃত পদক্ষেপগুলোকে অপ্রতুল উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মো: শাহরিয়ার ইসলাম এ পর্যায়ে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্মের অনাগ্রহ দূর করার দায়িত্ব পূর্ববর্তী প্রজন্মকেই নেয়ার তাগিদ দেন। বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে গণসংলাপের গুরুত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ অন্যান্য নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলোর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সালওয়া মোস্তফা এই পর্যায়ে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন কিভাবে গণহত্যার ইতিহাসকে আরো বিস্তৃতভাবে সকলের কাছে পৌঁছানো যায়। নতুন প্রজন্মকে সভা সেমিনারের বাইরে গিয়েও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণহত্যার সঠিক ইতিহাস চর্চার কথাও উঠে আসে তার আলোচনায়। শেষ পর্যায়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন বিষয়টিও উঠে আসে এই আলোচনায়। জুম প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে দেশ বিদেশের আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণ সরাসরি আলোচনায় যুক্ত হতে পেরেছিলেন।

জামালপুর ও শেরপুর জেলার নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

কোভিড ১৯ মহামারীর জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কুমিল্লা জেলার (দক্ষিণাংশ) বুড়িচং উপজেলা ছয়গ্রাম আলিম মাদ্রাসায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি দীর্ঘ ১১ মাস ২৮ দিন বিরত থাকার পর হযরত শাহ জামাল (র:) এর জেলা জামালপুর ও শেরপুর -এ ২০০৪ ও ২০১৬ সালের পর তৃতীয়বারের মত ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। জামালপুর জেলা সদরসহ ৭টি উপজেলা নিয়ে গঠিত আর শেরপুর জেলা সদরসহ ৫টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। জামালপুর জেলায় প্রান্তিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ৬-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত এবং শেরপুর জেলায় ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাক যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়। দুইটি জেলার নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রান্তিক এলাকা সমূহে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট ১ ও ২ জামালপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। ১১-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৬ দিনে ১৬ কার্য দিবসে জামালপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট ১ ও ২ ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থান ও মুক্তিযুদ্ধের সন্মুখ সমর এলাকায় এবং শেরপুর জেলায় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২১ দিনে ১৮ কার্য দিবসে ৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থান সমূহে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়।

উভয় জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ হিল্লোল সরকার, সুহৃদ জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম হিরো (সাবেক ইউনিট কমান্ডার) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: শাহজাহান আলী প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। জেলা পুলিশ প্রশাসন প্রান্তিক এলাকা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী সময়ে নিরাপত্তার জন্য পরিদর্শক দল পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের দুইটি বাস নিরাপত্তার জন্য জেলা পুলিশ লাইনে রাখা হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি জামালপুর জেলার সদর উপজেলার এডভোকেট খলিলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে (ইউনিট ১) এবং মেলান্দহ উপজেলার ঝাউগড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ঝাউগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে (ইউনিট ২) প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৬ কার্য দিবসের ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী কার্যক্রম শুরু হয়। শেরপুর জেলায় ২৮ ফেব্রুয়ারি নালিতাবাড়ি উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থান কাকড়কান্দি ইউনিয়নের সোহাগপুর বিধবা মায়ের পল্লীতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৮ কার্য দিবসের শেরপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। জামালপুর জেলায় ১৬ কার্য দিবসে ২৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২১৮৮০জন শিক্ষার্থী ও ১৬ উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ৩৩৬৬৫ জন সাধারণ দর্শক পাশাপাশি শেরপুর জেলায় ১৮ কার্য দিবসে ৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২২৬৯৮ জন শিক্ষার্থী ও ১২টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ৬১৬৫১ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন। এবারে জামালপুর ও শেরপুর জেলার প্রান্তিক এলাকা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে একটি বিষয় দৃষ্টিগোচরিভূত হয় সাধারন মানুষজন মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছে না। বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী সময়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সময় বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে ফুটে উঠে। গোটা জামালপুর জেলায় অধিকাংশ বধ্যভূমি, গণকবর ও পাকিস্তানী বাহিনীর নির্যাতনের স্থান সমূহ প্রায় বিলীন। কিন্তু জামালপুর জেলার চাইতে শেরপুর জেলার অবস্থান একটু ভালো। হাতে গোনা কয়েকটি বধ্যভূমি ও গণকবর ছাড়া বাকীগুলোতে স্মৃতিসৌধ বা স্মৃতিফলক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। জামালপুর জেলায় চাপাতলা ঘাট বধ্যভূমি, ব্রহ্মপুত্র নদ বধ্যভূমি, ঝিনাই সেতু বধ্যভূমি, দুর্মুট ঘাট বধ্যভূমি, কায়েতপাড়া গণকবর, পিংনা শাহী মসজিদ গণকবর ও রশীদপুর ঘাট বধ্যভূমি এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। চাপাতলা ঘাটের নীরব সাক্ষী কড়ই গাছ, বহ্মপুত্র নদের ঘাটের সিড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই আর অন্য বধ্যভূমি গুলো নদী ভাঙন বা লোকালয় গড়ে উঠায় তা বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী সময়ে স্থানীয় লোকদের সাথে এই বিষয়গুলো জানতে চাইলে কেউ তেমন কোন তথ্য দিতে পারেনি তবে প্রবীণদের সাথে আলোচনা কালে জানা যায় সময়মত রক্ষণাবেক্ষণ না করায় আজ সেইসব স্মৃতিগুলো বিলীন হয়ে পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্য শিক্ষকদের সাথে গণকবর ও বধ্যভূমির বিষয়ে নিয়ে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষকরাও নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে চলেন। এ জেলা গুলোতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির চাইতে বেশি।

জামালপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয়দের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর এ জেলায় পরিক্রমণের নানা তথ্য পাওয়া যায়। উৎপল কান্তি ধরের কাছ থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধু প্রথমবার ১৯৭০ সালের নভেম্বরে নির্বাচনী প্রচারণায় এসেছিলে পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায় এবং সর্বশেষ ৩০ জুন ১৯৭৪ জামালপুরের বন্যা প্লাবিত অঞ্চল দেখার জন্য এসেছিলেন তখন সফর সঙ্গী হিসাবে সাথে ছিলেন রাশেদ মোশারফ। সরিষাবাড়ির মুক্তিযোদ্ধা শেখ এম এ লতিফের কাছ থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ১৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে ৫ আপ ট্রেন যোগে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় যাবার পথে সরিষাবাড়ি স্টেশনে পথসভা করেন। পথসভায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল গনি মিয়া, আব্দুল মজিদ চেয়ারম্যান, সিরাজ আলী গারনার, ছাত্রনেতা পচা মজিবর ও পাটকল শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন। সরিষাবাড়ি প্লাটফর্মে জনসভা শেষে বঙ্গবন্ধু সফর সঙ্গীসহ স্ট্রীমার যোগে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে চলে যান।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা-আমার নিজস্ব অনুভূতি

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি সব সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরম শ্রদ্ধায় এবং আকাশচুম্বি উচ্চতায় লালন ও ধারণ করি। এই দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মহান, সাহসী, ত্যাগী এবং দেশপ্রেমিকের জন্ম না হলে এই বাংলাদেশ এখন কেমন হতো, আমরা স্বাধীন আর আত্মপরিচয়ে সসম্মানে স্ব-মর্যাদায় জীবন ধারণ করতে পারতাম কি না-জানিনা। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই উদাত্ত আহবানে এবং ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত স্বল্পসংখ্যক বিদ্রোহী বাঙালি অফিসার এবং সামরিক বাহিনীর সদস্য, বাংলাদেশের নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধাবণিতা এবং আপামর জনসাধারণ পেশাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাত্র নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম শেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের জন্ম ঘটাতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দেশের মধ্য থেকে অন্য আর একটি স্বাধীন দেশের জন্মের ইতিহাস যে খুব বেশি তা নয়। আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দেশের একজন গর্বিত নাগরিক। যাঁদের আত্মত্যাগে, যাঁদের রক্তে, যাঁদের মহিমায় স্বাধীন হয়েছে এ দেশ সেই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মহান মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লালনের ব্রত নিয়ে নিতান্তই কয়েকজন দেশপ্রেমিক আর উদ্যোগী ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় ১৯৯৬ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্যালুট জানাই সেই সকল দেশপ্রেমিক আর দূরদর্শী প্রণম্য সুধীজনদের যাদের প্রচেষ্টায় সেদিন যাত্রা শুরু করেছিল এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেখানে পাওয়া যাবে আমাদের জাতীয় বীরদের অমূল্য স্মৃতি, জানা যাবে মুক্তিযুদ্ধের নানা অজানা কাহিনী। ভবিষ্যতের প্রজন্মরা জানবে তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের বীরগাঁথা, হবে গৌরবে গরীয়ান এই জাদুঘরের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো এই প্রতিষ্টানে ঘটে যাওয়া এবং এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিদিনকার নানা কার্যক্রমের খবরাখবর। যদি কেউ সে সকল অনুষ্টানে সশরীরে উপস্থিত নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তিনি অন্তত ঘটনা না জানা থেকে বঞ্চিত হবেন না। একটি পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত মাসিক নিউজলেটার এই জাদুঘর বার্তা। যেখানে সাবলীল ভঙ্গিমায় এবং প্রমিত ভাষায়, নির্ভুল বানানে, মনোরম পরিবেশনায় এবং দৃষ্টিনন্দন চিত্রসহ মূর্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি প্রেক্ষাপট এবং বিষয়। সহজেই বুঝা যায় কী আন্তরিকতা আর সাবধানতা থাকে এই পত্রিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের। কী যত্ন আর পরম মমতায় সকল বিষয় নিশ্চিত করেন পত্রিকার সম্পাদকসহ অন্যান্যরা। বর্তমান সময়ে, যখন বাংলা ভাষা ব্যবহারে শুরু হয়েছে এক অপরিণামদর্শী স্বেচ্ছাচার, বিকৃত বানান আর বীভৎস প্রকাশের চলছে এক মহোৎসব ঠিক সে সময়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এরকম একটি নিউজলেটার 'জাদুঘর বার্তা'র। অভিনন্দন জানাই এই উদ্যোগকে, কামনা করি দিন দিন এই পত্রিকা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সকল বিষয় আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদের সামনে অধিকতর ব্যঞ্জনায়, অধিকতর আকর্ষণে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। দীর্ঘজীবি হউক-এই উদ্যোগ, অব্যাহত থাকুক-এই যাত্রা।

অসীম বরন চৌধুরী, মিরপুর ডিওএইচএস

শোক ও শ্রদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অকৃত্রিম বন্ধু এবং আউটরিচ কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ বাবু নিরোদ বরণ রায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মগবাজার লেবেল ক্রসিং-এ ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার সুহৃদের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official